‘নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির ক্ষমতায়ন ঃ স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গ’

দীর্ঘকাল ধরে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা অধঃস্তন ভূমিকা পালন এবং প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে। পরিবারের কর্তা হিসেবে প্রথমে পিতা, পরে স্বামী নারীর মনোজগতের উপর এমন প্রভাব ফেলে যার ফলে নারীর নিজস্ব কোন মতামত বা ইচ্ছা থাকেনা। নির্বাচন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও ভোটের অধিকারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পিতৃতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচনের যা খরচ এবং এ কাজের জন্য যে সম্মানী প্রদান করা হয় দুটোই নারীর অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। যেহেতু নারী শ্রম বাজারে পুরুষের চেয়ে কম আয় করে এবং তার সম্পদের পরিমানও কম সেহেতু তার নির্বাচনী ব্যয়ও পুরুষের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। এছাড়াও নারীকে বাইরের কাজ, চাকরি এসবের সাথে পারিবারিক কাজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এভাবেই বিভিন্ন বিধি-নিষেধ দিয়ে নারীর সম্পদ ও জ্ঞান আহরনকে সীমিত করছে। ফলে নারীর আত্মবিশ্বাসে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। আর এভাবেই নারীর অবস্থান পুরুষের নীচে থেকে যাচ্ছে।

সংবিধানে নারী

বাংলাদেশের সংবিধানের ১০ অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে অনুচ্ছেদ ২৮(১) এ বলা হয়েছে যে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবেনা। ২৮(২) এ বলা হয়েছে, রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। তাছাড়া, অনুচ্ছেদ ৯, ১০, ১৯(১), ২৭, ২৮(৩,৪), ২৯, ৩২, ৩৭-৪০, ৬৫(৩) এ নারী অধিকার ও জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা আছে। নারী অধিকার রক্ষা ও নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধিত), এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, পারিবারিক নির্যাতন আইন ২০০৯ ইত্যাদি প্রণয়ন করেছে।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন নারীর উন্নয়নের বিষয়টিও সামনে উঠে এসেছে। নারীর উন্নয়ন হলেই কেবল জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব এ কথা এখন গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করেছে। রাজনীতিতে সমান ভাবে অংশগ্রহণ নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ শুধুমাত্র ন্যায়বিচার পাওয়া বা গণতন্ত্র শক্তিশালী করার কোন বিষয় নয়, বরং নারীর মধ্যে রাজনীতি নিয়ে যে আগ্রহ তৈরী হয়েছে তাকেও মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বস্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীকে যুক্ত করা ও তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা না গেলে সমতার লক্ষ্য, উন্নয়ন ও শান্তি কখনোই অর্জিত হবেনা। নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে, স্থানীয় সরকারের দক্ষতা ও কাজের গুণগত মান আরো বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় সরকার যদি সত্যিকার অর্থে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের চাহিদা পূরণ করতে চায় তাহলে অবশ্যই স্থানীয় সরকারের সর্বস্তরে সমান অংশগ্রহণের ভিত্তিতে এবং সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অবস্থান

নারীর সম অধিকার, অংশগ্রহণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাংবিধানিক চেতনাকে বাস্তবে রূপ দিতেই ১৯৯৭ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের সংশোধনীতে ইউনিয়ন পরিষদকে ৯ টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয় এবং প্রতি তিন ওয়ার্ডের জন্য একটি আসন মহিলা সদস্যের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। তবে সাধারন ওয়ার্ডে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৭ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একই বছর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ২০ জন মহিলা চেয়ারম্যান পদে, ১১০ জন সাধারন সদস্য পদে এবং ১২,৮২৮ জন সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত

হয়েছেন। মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে এবারই প্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়েছে। একারণে গ্রামাঞ্চলে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা বেশি ছিল এবং এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি।

১৯৯৭ সালে পৌরসভা অধ্যাদেশের সংশোধনী এনে (তৎকালীন রহমত আলী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী) প্রত্যেক পৌরসভার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক-তৃতীয়াংশের সমসংখ্যক আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এও বলা হয় যে কোন নারীকে সংরক্ষিত আসন বহির্ভূত আসনে সরাসরি নির্বাচন করার অধিকার খর্ব করা যাবে না। এছাড়া ২০০৯ সালের পৌরসভা আইনে ওয়ার্ড কমিটি ও স্থায়ী কমিটিতে শতকরা ৪০ ভাগ নারী সদস্য রাখার বিধান, মেয়রের প্যানেলে একজন সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলর রাখা এবং কাউন্সিলরদের তথ্য জানার অধিকার দেয়া ইতিবাচক অগ্রগতি। ২০০৯ এর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা মধ্যে ১,৯৩৬ জন মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে ৪৮১ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া ৪ জন নারী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। একইভাবে সিটি কর্পোরেশন আইন ২০০৯ এ নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলরের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোতে নির্বাচনে ভোট প্রদান করা কিংবা নির্বাচিত হয়ে আসাটাই নারীর চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সার্বিক শর্ত পূরণ করেনা।

স্থানীয় সরকার আইন গুলো পর্যালোচনা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে নারীর ভোটাধিকারের পাশাপাশি নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রবনতা তৈরী হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুপাত মোট জনসংখ্যার তুলনায় খুবই কম এবং বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্থ।

সারাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় পনেরো হাজার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি থাকলেও দূর্বল আইনী কাঠামোর কারনে স্থানীয় উন্নয়নে তারা কর্যকর ভূমিকা রাখতে পারছেনা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা যায়, মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা বা দায়িত্ব দেবার ক্ষেত্রে কোন প্রশাসনিক জটিলতা নেই। তবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যদেরা ৩টি ওয়ার্ডের ভোটে জয়ী হয়েছেন, সেখানে স্বাভাবিকভাবে একটি আসন থেকে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যদের থেকে মহিলাদের অবস্থান, কাজকর্ম কিছুটা ভিন্ন হবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে বা তার পরিধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। আইনে, বিধি জারি করে নারী প্রতিনিধিদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ৬ মাসের বেশী সময় পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নারী প্রতিনিধিদের কার্যাবলী ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট হয়নি।

স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যম হল পরিষদের সভা, প্রকল্প কমিটি ও কমিটি ব্যবস্থা। প্রতি মাসে মেয়র/ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সকল কাউন্সিলর/ সদস্য নিয়ে মাসিক সভার বিধান রয়েছে। সভায় বাজেট প্রণয়ন, দায়িত্ব বণ্টন ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিধান অনুযায়ী প্রতিমাসে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই তা কার্যকর হয়না। কখনও কখনও সভা অনুষ্ঠিত না হলেও চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের নির্দেশে পরিষদের সচিব তাদের ঠিক করে দেয়া সিদ্ধান্ত সমূহ রেজুলেশন আকারে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেন। বিভিন্ন নারী সদস্যদের সাথে আলাপচারিতায় জানা যায় যে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ যথাযথভাবে না লিখে চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের মনগড়া সিদ্ধান্ত লেখা হয়। এক্ষেত্রে নারী সদস্য কর্তৃক উপস্থাপিত ও গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ প্রায়ই বাদ দেওয়া হয় অথবা পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। মাসিক সভায় মহিলা সদস্যরা নিয়মিত উপস্থিত থাকলেও সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চাহিদা নিরূপণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলা সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়না।

চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নমূলক কাজ, ভিজিডি কার্ড বিতরণ, বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য ব্যক্তি নির্বাচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বণ্টনে স্বেচ্ছাচারিতা চালাচ্ছেন। যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে মহিলারা নির্বাচন করে পরিষদে অংশগ্রহণ করেছেন তা ক্রমশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির ভূমিকা

নির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর/ সদস্যদের অনেকেই স্থানীয় বিরোধ মীমাংসায় সালিশে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। অনেক সময় মেয়র/ চেয়ারম্যান ও পুরুষ কাউন্সিলর/ সদস্যরা তাদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের কারনে বিচার প্রক্রিয়াকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে থাকেন। এরকম পরিস্থিতিতে মহিলা কাউন্সিলর/ সদস্যরা পারিবারিক ও সামাজিক বাধা, মেয়র/ চেয়ারম্যান ও পুরুষ কাউন্সিলর/ সদস্যদেও নেতিবাচক মনোভাবের কারনে গ্রাম আদালত/ সালিশে নিয়মিত যাননা। গেলে কখনও কখনও রায়ে স্বাক্ষর করে চলে আসেন। ফলে প্রান্তিক জনগণ বিশেষত: নারীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটি ব্যবস্থায় নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সম্পৃক্ততা

প্রকল্প কমিটিতে মহিলাদের সভাপতি করা হলেও কার্যত মেয়র/ চেয়ারম্যান ও পুরুষ কাউন্সিলর/ সদস্যদের সভাপতির ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করার মানসিকতা রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যের স্বামী চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যের সাথে প্রকল্পের কাজ তদারকি করে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় জনৈক মহিলা সদস্যের স্বাক্ষর নকল করে টাকা উত্তোলনের ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। এভাবে পরিষদের চেয়ারম্যান, পুরুষ সদস্য এবং কোথাও কোথাও মহিলা সদস্যদের স্বামীরা প্রকল্প কাজে নারী সদস্যদের যথাযথভাবে সম্পৃক্ত না করে তাদের নামে নিজেদের ক্ষমতা চর্চা করছেন। প্রতিটি ইউনিয়নে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থতার মাত্রার প্রেক্ষিতে ৩০০, ৫০০, ৭০০ ও ১০০০ টি ভিজিডি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা বেশি সংখ্যক কার্ড নিজেদের হাতে রেখে দিয়েছেন এবং তাদের পছন্দমত ব্যক্তিদের দিয়েছেন, মহিলা সদস্যদের নাম মাত্র স্বল্প সংখ্যক কার্ড প্রদান করা হয়েছে। ফলে কার্ড বণ্টনে তারা জনগণের কাছে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন। ভিজিডি কর্মসূচীতে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করা হলেও তারা কার্যত তাদের স্বামী ও পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ইচ্ছা এবং চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং রাজনৈতিক প্রভাবের কারনে কার্ড বণ্টনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেননা।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেরও সুনির্দিষ্ট জেন্ডার পলিসির মাধ্যমে জেন্ডার কে মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত করাটা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদার কথা জানা ও তা পূরণ করার মাধ্যম হলো ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিষদ। আর নগরের জন্য রয়েছে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন। দল মত নির্বিশেষে সমাজের সকল নাগরিকের মধ্যে একতা ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য স্থানীয় সরকার অন্যতম সোপান হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে স্থানীয সরকারের সকল স্তরেই নারী সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। এটা নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। স্থানীয় জনগণের কাছে নারী প্রতিনিধিরা তাদের নিষ্ঠা, সততা এবং কাজের আগ্রহের ফলে ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

তবে লক্ষ্য করা গেছে যে, পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা তাদের নিজস্ব ইচ্ছায় বা রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে নির্বাচনে প্রার্থী হননি। পিতা, স্বামী, পুত্র কিংবা সমাজপতিদের ইচ্ছা-অনুমতি তাদের প্রার্থীতা, নির্বাচনী প্রচারনা ও জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারক হিসেবে কাজ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিও'র সচেতনতায় ও উৎপাদন কাজে মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ রাজনৈতিক কর্মকান্ডের বিশেষত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোয় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাতে বিদ্যমান পুরুষ শাসনের একচেটিয়া আধিপত্য খর্ব হয়নি। মহিলা সদস্যদের দায়িত্ব বন্টনে রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রতা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলা সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রবল উপস্থিতির কারনেও মহিলা সদস্যদের ক্ষমতা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অবস্থান উন্নয়নে নীতিগত ও সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণে কিছু সুপারিশ বিবেচনা করা যেতে পারে:

১. যথাশীঘ্র সম্ভব সংবিধান এবং আইনের আলোকে নারী প্রতিনিধিদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই নারী ও পুরুষ প্রতিনিধির কাজে দ্বৈততা/ সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরী না হয়।

২. সকল সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির কমপক্ষে ৪০% সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ, তালিকা প্রস্তুত ও সহায়তা বন্টনের পূর্ণ কর্তৃত্ব নারী প্রতিনিধিদের হাতে ন্যাস্ত করতে হবে।

৩. স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরের নির্বাচিত সকল জনপ্রতিনিধি বিশেষত নারীদের পদমর্যাদা এবং সম্মানী ভাতা যৃগোপযোগী করতে হবে।

৪. নারী উন্নয়ন নীতিমালা, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, গ্রাম আদালত আইন ও সংশ্লিষ্ট সকল আইন সংবিধানের আলোকে এবং নারী বান্ধব হতে হবে।

৫. জাতীয় গণমাধ্যমে স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রচারের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

৬. এনআইএলজি, বিআরডিবি, বার্ড ও আরডিএ'র মতো জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গুলোতে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বিকাশ, উন্নয়ন প্রকল্প ও বাজেট পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমঝোতা/ দরকষাকষি করা এবং নারী বান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে স্থানীয় সরকার এসোসিয়েশনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ পদে নারী প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

ডা. সেলিনা হায়াত আইভী
মেয়র, নারায়নগঞ্জ পৌরসভা
এবং সহ-সভাপতি, ম্যাব

১২ মে ২০১০
ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে
'নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির ক্ষমতায়ন ঃ স্থানীয় সরকার প্রসঙ্গ'
শীর্ষক মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত
আয়োজনে: ডেমক্রেসিওয়াচ